

সুপ্রিয় বিপ্লববাবু,

আপনি আমার সম্পর্কে অভিযোগ (ভালো বা খারাপ অর্থ ধরছি না) করেছেন আমি বিশুদ্ধ সাহিত্যবিলাসী মানুষ। ভালো কথা। আমি নিজের পরিচয় দিতাম সাহিত্যপ্রেমী বলে, আরেকটি বিশেষণ পাওয়া গেল! কিন্তু এ বিষয়ে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, সাহিত্যবিলাস কি? সাহিত্য তো আজ আর সেই পুরাণ, বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনি বা গল্পে আবদ্ধ নেই। সমাজ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম - সবই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। তাই সাহিত্যবিলাসে একটি সুফল আছে, শাস্ত্রীয় সংগীতকারদের মত সমাজ-জীবন সবকিছু থেকে দূরে দূরে বাস করতে হয় না। যে রুঢ় বাস্তব দুনিয়াটায় আছি সেটা চোখের সামনে খুলে যায়।

আর সেই দৃষ্টিতা আমার মনে হচ্ছে না আপনি ধর্ম ও মৌলবাদের যে চেহারা দেখছেন তা দেখার জন্য আমার বিশেষ চশমা লাগবে। বিজ্ঞানবাদকে আপনারা তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চান, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখবেন। আপনি বিজ্ঞানবাদকে দুটি ক্ষেত্রে খুঁটি হিসাবে স্থাপন করার কথা ভাবছেন। রাজনৈতিক আর ধর্মীয়। ভেবে দেখবেন এতে আপনাদের আদর্শ একটি বিশেষ কমিউনিটি সৃষ্টি করে তাতে আবদ্ধ হয়ে না পড়ে। একটি উদাহরণ দিই, আমার বক্তব্য অনুধাবনে সুবিধা হবে। রাজা রামমোহন আধুনিক চিন্তাভাবনা প্রসার করতে স্থাপন করলেন আত্মীয় সভা ও পরে ব্রাহ্মসভা। সেই সভাকে দেবেন ঠাকুর ধর্ম্ম পরিণত করে জঞ্জাল সৃষ্টি করলেন। লোকাচার-কুলাচারের পঁক, নীতির নামে অনৈতিক আদর্শের বাড়বাড়ন্ত সবকিছু ১০০ বছরের মধ্যেই ব্রাহ্ম সমাজকে এক ধর্মীয় পঁকে নামিয়ে আনলো। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। আপনারা যেই কমিউনিজমের দুটো খারাপ দিক তুলে ধরবেন, অমনি পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ সিপিএম সমর্থক আপনাদের অ্যান্টি-সিপিএম তকমা দিয়ে আপনাদের সব কথাকে অস্বীকার করতে শুরু করবে। আর বিজেপি তৃণমূল আপনাদের কাছে ঘেঁসার চেষ্টা করবেন।

আমি আপনাকে ভারতের সম্পর্কে বলছি, কারণ Charity

begins at home। এখানে ধর্ম ও রাজনীতি দুটিই পঁাক। এতে পা পড়লে আপনাকে একটি ব্যানারে পরিণত হতে হবে। তখন বিজ্ঞান নয় আপনাদের বাদের জন্যই লড়তে হবে।

ধর্ম সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা হয়তো সঠিক নয়। কলকাতায় থাকি বটে, কিন্তু কার্যোপলক্ষে গ্রামে গ্রামাঞ্চলে কম ঘুরতে হয় না। বৃহত্তর ভারতের চিত্রটা এই গ্রামেই পাওয়া যায় কিনা।

আপনি বলছেন, ৭০-৮০% লোক ধর্ম বিনা নিজেদের অস্তিত্ব ভাবতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে ধর্ম ও মৌলবাদের জিগির তুলে মানুষকে তাতানো কিছুটা কঠিন। কারণটা দারিদ্র। যেখানে অর্থই একমাত্র দেবতা, সেখানে কি ধর্ম, কি মৌলবাদ, কি বিজ্ঞানবাদ, সবই বিলাস (আমার সাহিত্যবিলাস অর্থে নয়, সেকেলে বাবুদের পায়রা ওড়ানোর অর্থে)। আপনি বলুন, তোমরা হিন্দুদের হয়ে লড়বো। ওরা আগে জানতে চাইবে আপনি সেজন্য ওদের কত দেবেন। আপনি বলুন তোমরা বিজ্ঞানবাদ হয়ে লড়বো। ওরা আগে জানতে চাইবে আপনি সেজন্য ওদের কত দেবেন।

রাজনীতির সমীকরণটাও এক। আমার ঠাকুমা আমায় একটি গল্প বলেছিলেন। সত্য ঘটনা। বাড়ির কাজের লোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘কিরে কাকে ভোট দিলি?’ সে উত্তর দিয়েছিল, ‘ক্যানে যায়ারা খাওয়ালেক, উই গাইবাছড়ারে (দলীয় নির্বাচনী প্রতীক) দিলমা’ সেসময় ভোটের আগে গ্রামবাসীদের ভুড়িভোজের আয়োজন করা হত দলগুলির তরফ থেকে। সময় যাট কি সত্তরের দশক, জেলা বাঁকুড়া। গত নির্বাচনে গ্রামের এক চাষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘কাকে ভোট দেবেন?’ সে সহর্ষচিত্তে বলেছিল, ‘ক্যানে যায়ারা মদের পইসা দিলেক, ওই কাস্তে-হাতড়িরে দিলমা’ সাল ২০০৪। জেলা বাঁকুড়া।

দেখতেই পাচ্ছেন। এমতাবস্থায় প্রবাসে বসে বিজ্ঞানবাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তি নিয়ে গলা ফাটানো সহজ। কিন্তু মশাই, স্বামীজি বলে গেছিলেন, খালি পেটে ধম্ম হয় না। কথাটা সন্ন্যাসীবচন হলেও খাঁটি। সবার পেটে ভাতের

সংস্থান করুন, নইলে ব্রাহ্মসমাজের সমাজমন্দিরের মত কলকাতায় বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে তাতেই মাথা কুটেতে হবে। নইলে, সাম্প্রদায়িক বিজেপির মত পাঁচ বছরের জন্য সাউথ ব্লকে ছুটি কাটাতে যেতে হবে। আশি শতাংশ মানুষ আমাদের বিজ্ঞানবাদকে শহুরে বাবুদের ‘খিয়াল’ হিসাবে দেখবে।

আগে অনসংস্থান হোক, তারপর শিক্ষা আসবে। (অনসংস্থানকে প্রায়রিটি দেবার জন্য চটবেন না। প্র্যাকটিক্যাল হবার জন্যই গ্রামের স্কুলে মি-ডে-মিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নইলে ছাত্র আসতো না।) শিক্ষায় বিজ্ঞানবোধ বাড়বে। দেশের ৭০-৮০ % লোকের বিজ্ঞানবোধ জাগ্রত করতে না পারলে আপনাদের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়ে কোনো লাভ হবে না। আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, বিজ্ঞানবোধের জেগে ওঠাটাই আসল? আমি বলা না। অনেকেই যুক্তিবাদের উপর আস্থা হারান। কেন হারান? কারণ বিজ্ঞান সবকিছুর ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সেখানে ভক্তিতে তাঁরা মুক্তি খোঁজেন। তাতে বিজ্ঞানের নিজের জগতের কম লোক নেই (আমি নাস্তিক বলে আমায় বিজ্ঞানের কিছু ছাত্র একগাদা লেখালিখি ধরিয়ে দিয়েছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক, আমি একগাদা ফিজিক্সের অঙ্ক আর রসায়নের একুয়েশনে ভরা সেসব কাগজ তাদের তৎক্ষণাৎ ফেরত দিই)। আপনাদের প্রমাণ করে ছাড়তে হবে, এসব ভুল বিজ্ঞানই শেষ কথা। বেশি আধ্যাত্মিক হতে যাবেন না, কারণ বিজ্ঞানের সত্য অপ্ৰিয় হতেই পারে। তা সবাইকে তৃপ্ত করবে না। প্রিয় বিপ্লববাবুরা যা করছেন চালিয়ে যান। আমাদের সমর্থন আছে। শুধু আমাদের কথাটা মাথায় রাখবেন। গরিবের কথা বাসি হলেও একেবারে ফেলনা নয়।

অর্ণব দত্ত

বেহালা, কলকাতা

১১ কার্তিক, ১৪১২